সতর্ক হলেই এড়ানো সম্ভব বাচ্চাদের কিডনির রোগ

দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনি। দেহের ক্ষতিকারক দূষিত পদার্থ বের করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কিডনির। তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা দশজন মানুষ কিডনির সমস্যায় ভোগেন। বাচ্চাদের মধ্যেও এই সমস্যা আছে। বাচ্চাদের কিডনির রোগের চিকিৎসা প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা, কেবল তাদের ছোট সাইজের কারণে নয়, তাদের অসুস্থতার প্রকৃতি প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে অনেক আলাদা। প্রাথমিকভাবে রোগ সনাক্ত করা এবং যথাযথ চিকিৎসা করার জন্য পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্টের মতো বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। তাই বাচ্চাদের কিডনির অসুখ হলে পেডিয়াট্রিকনেফ্রোলজিস্টের পরামর্শনিন।

লক্ষণ

❖ শরীর ফুলে যায় ❖ খিদে কমে যায় এবং কিছুই খেতে চায় না ❖ বয়সের তুলনায় বাচ্চার বিকাশ কম হয় ❖ স্বাভাবিকের তুলনায় প্রস্রাব বেশি হবে অথবা কম হবে ❖ বিছানায় প্রস্রাব ❖ প্রস্রাবে ফেনা থাকতে পারে ❖ গাঢ় লাল বর্ণের প্রস্রাব হতে পারে ❖ উচ্চ রক্তচাপ ❖ ত্বকে শুষ্কতা ❖ শ্বাস–প্রশ্বাসে কষ্ট ❖ কানে শুনতে সমস্যা ❖ হাড়ে অসহ্য ব্যথা ❖ স্কুলে অমনোযোগী

কেন হয়

❖ সময়ের অনেক আগে বাচ্চা জন্মালে ❖ জন্মগত ত্রুটি থাকলে ❖ বংশগত কারণে ❖ ডায়েরিয়া এবং নিউমোনিয়া থেকে সারা শরীরে সংক্রমণ হলে ❖ একাধিকবার মূত্রনালীর সংক্রমণ ঘটলে ❖ পদ্ধতিগত কোনও রোগ থাকলে ❖ কোনও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে ❖ প্রস্রাবে বাধার সৃষ্টি ফলে প্রস্রাব ঠিকমতো পরিষ্কার না হলে হতে পারে ❖ রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে ❖ প্রস্রাবে প্রোটিন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকলে

ঝুঁকি কাদের

কিডনির রোগ সাধারণত দু'ধরণের হয়। অ্যাকিউট ও ক্রনিক কিডনির রোগ। অ্যাকিউট কিডনির রোগে সম্ভাবনা আছে যাদের—

❖ অতিরিক্ত রক্তপাত ❖ বড় কোনও অপারেশন ❖ একাধিকবার মূত্রনালীর সংক্রমণ ❖ কিছু ওষুধ আছে যা খেলে পরবর্তী সময়ে কিডনির সমস্যা দেখা দিতে পারে ❖ কিডনিতে অক্সিজেন এবং রক্ত পৌঁছতে না পারলে ❖ হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোমে আক্রান্ত যে সব বাচ্চা

ভবিষ্যতে যেসব বাচ্চার ক্রনিক কিডনির রোগের সম্ভাবনা আছে—

❖ দীর্ঘদিন ধরে মূত্রনালীতে বাধার ফলে প্রস্রাব পরিষ্কার না হলে ❖ দীর্ঘদিন ধরে মূত্রনালীর সংক্রমণে ভুগলে ও সঠিক চিকিৎসা না হলে ❖ জিনগত কারণে কিডনির অসুখ থাকলে ❖ প্রস্রাবে প্রোটিন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকলে ❖ সিস্টিনসিস ❖ ডায়াবেটিস রোগের সঠিক চিকিৎসা না হলে ❖ কেউ উচ্চ রক্তচাপে ভুগলে ও প্রয়োজনীয় ওষুধ না খেলে ❖ অ্যাকিউট কিডনির রোগে চিকিৎসা না করালে

স্ক্রিনিং

ভবিষ্যতে কেউ এই রোগে আক্রান্ত হবে কিনা তা আগে থেকেই জানা যায় আলট্রাসাউন্ড ও ইউরিন ডিপস্টিক নামক স্ক্রিনিংয়ের সাহায্যে।

চিকিৎসা

কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্যে বাচ্চাদের কিডনির রোগের চিকিৎসা করা হয়।

❖বাচ্চাদের কিডনিতে কোনও সমস্যা হলে প্রথমেই ইউরিন টেস্ট করা হয় এবং কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে প্রয়োজনে আলট্রাসাউন্ড এবং ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করা হয় ❖ ডায়েরিয়া থেকে কিডনির সমস্যা হলে প্রয়োজনমত ফ্লুইড এবং ইলেক্ট্রোলাইট ঠিক করা হয় ❖ ক্রনিক কিডনির রোগে প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে ওষুধের সাহায্যে এবং লাইফস্টাইল পরিবর্তন করলেই উপকার পাওয়া যায় ❖ শেষ পর্যায় ক্রনিক কিডনির রোগ ধরা পড়লে ডায়ালিসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়।

প্রতিকার

❖ বেশি করে জল খাওয়ান ❖ ব্যায়াম করান ❖ বংশে কারোর কিডনির রোগ থাকলে বাচ্চাকে নিয়মিত হেল্থ চেক আপ করান ❖ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন ❖ নিয়ন্ত্রণে রাখুন রক্তে শর্করার পরিমাণ ❖ বাচ্চকে প্যাকেটজাত খাবার এবং প্যাকেটজাত পানীয় দেবেন না

ডাঃ শুভঙ্কর সরকার

এম. ডি. পেডিয়াট্রিক্স (এইমস, নিউ দিল্লি)

ফেলো ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ পেডিয়াট্রিকনেফ্রোলজি (এইমস, নিউ দিল্লি)

ফেলো পেডিয়াট্রিকনেফ্রোলজি (চিলড্রেন'স কিডনি সেন্টার, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, সিঙ্গাপুর)

ই–মেল: sarkar.subhankar20@gmail.com